এস্থার

মোরদেকাইয়ের স্বপ্ন

১* ১ক মহান রাজা আশেরোর রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষে, নিসান মাসের প্রথম দিনে, মোরদেকাই
একটা স্বপ্ন দেখলেন; বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এই মোরদেকাই ছিলেন কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের
পৌত্র, যায়িরের সন্তান। ১খ মোরদেকাই ছিলেন সুসার অধিবাসী একজন ইহুদী; লোকটি গণ্যমান্য
—রাজপ্রাসাদেরই একজন কর্মচারী। ১গ যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোককে
বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে এনেছিলেন, তিনি সেই বন্দিদের
একজন।

১ঘ তাঁর স্বপ্ন এরূপ: শোন, চিৎকার ও কোলাহল, বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প, পৃথিবী জুড়ে
আলোড়ন! ১ঙ আর দেখ, বিশাল দু'টো নাগদানব এগিয়ে এল, দু'টোই লড়াই করতে প্রস্তুত;
তারা উদাত্ত গর্জনধ্বনি তুলল। ১চ তাদের গর্জনে প্রতিটি দেশ ধার্মিকদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে নিজেদের প্রস্তুত করল। ১ছ সেদিন তমসা ও কালিমার দিন, সঙ্কোচ ও সঙ্কটের দিন,
অত্যাচার ও পৃথিবী জুড়ে মহা আলোড়নের দিন। ১জ যে অমঙ্গল তাদের অপেক্ষায় ছিল, সেই ভয়ে
ধার্মিকদের সমস্ত দেশ আলোড়িত হল; এবং ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করতে করতে তারা মৃত্যুর
জন্য নিজেদের প্রস্তুত করল। ১ঝ কিন্তু তাদের চিৎকার থেকে, কেমন যেন ক্ষুদ্র একটা ঝরনা
থেকেই মহা একটা নদী, মহাজলরাশিই জেগে উঠল। ১ঞ সূর্যের আগমনে আলো এল, এবং
বিনম্রর উন্নীত হল ও ক্ষমতাশালীদের গ্রাস করল।

১ট তখন মোরদেকাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল: তিনি এই স্বপ্ন, এবং ঈশ্বর যা করতে অভিপ্রায়
করছিলেন, তা দেখতে পেয়েছিলেন; মনে মনে তিনি গভীরভাবে এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন,
রাত পর্যন্ত তা সূক্ষ্মরূপে বুঝতে চেষ্টা করলেন।

১ঠ মোরদেকাই রাজপ্রাসাদেই রাত কাটাতেন, তাঁর সঙ্গে বিগ্‌থান ও তেরেশ, রাজার এই দু'জন
কঞ্চুকীও ছিল, যারা রাজপ্রাসাদের রক্ষায় নিযুক্ত; ১ড এদের চক্রান্তের একটা আভাস পেয়ে ও
এদের মতলবের বিষয়ে তদন্ত করে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সেই দু'জন আশেরো রাজার
উপরে হাত তোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন তিনি রাজাকে ব্যাপারটা জানালেন। ১ঢ রাজা
কঞ্চুকী দু'জনকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করালেন; আর তারা স্বীকার করলেই তাদের প্রাণদণ্ড
দেওয়া হল। ১ণ রাজা এই সমস্ত ঘটনা স্মরণাবলি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করালেন, মোরদেকাইও এই
সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেন। ১ত পরে রাজা মোরদেকাইকে রাজপ্রাসাদের উচ্চ কর্মচারী পদে
নিযুক্ত করলেন, এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে নানা উপহার দিলেন।

১থ কিন্তু আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামান—সে তো রাজার কাছে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল—
রাজার সেই দু'জন কঞ্চুকীর ব্যাপারে এই মোরদেকাইয়ের ও তাঁর জাতির মানুষের অমঙ্গল সাধন
করতে চেষ্টা করতে লাগল।

রাজ-প্রসন্নতা থেকে বিচ্যুতা ভাস্তি রানী

১আশেরোর সময়ে, সেই যে আশেরো হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ' সাতাশটা প্রদেশের
উপরে রাজত্ব করতেন, ২ ঠিক সেসময়ে আশেরো রাজা সুসা রাজপুরীতে রাজাসনে আসীন হয়ে ৩

তাঁর রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে তঁর প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য একটা ভোজসভার
আয়োজন করলেন। পারস্য ও মেদিয়া দেশের সমস্ত সেনাপতি, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রদেশপালকে
তাঁর সাক্ষাতে সম্মিলিত হলেন। ৪ তিনি বেশ কিছু দিন ধরে, একশ' আশি দিন ধরেই, তাঁর
রাজ্যের মহা ঐশ্বর্য ও তাঁর মহত্ত্বের মহিমা ও গৌরব দেখালেন; ৫ সেই দিনগুলো অতিবাহিত হলে
পর রাজা সুসা রাজপুরীতে উপস্থিত সমস্ত লোকদের জন্য, ছোট-বড় সকলেরই জন্য,
রাজপ্রাসাদের উদ্যানের প্রাঙ্গণে এক সপ্তাহব্যাপী ভোজসভার আয়োজন করলেন। ৬ সেখানে
কার্পাস-তৈরী সাদা ও নীল চাঁদোয়া ছিল, তা সূক্ষ্ম ক্ষোম-সুতোর বেগুনি দড়ি দিয়ে রুপোর কড়াতে
মর্মর-স্তম্ভে আটকানো ছিল, এবং লাল, সাদা, সবুজ ও কালো মর্মর পাথরে শিল্পিত মেঝেতে
সোনা ও রুপোর আসনশ্রেণী বসানো ছিল। ৭ পান করার জন্য নানা আকারের সোনার পাত্র ছিল,
এবং রাজকীয় বদান্যতা অনুসারে রাজার যুগিয়ে দেওয়া আঙুররস প্রচুর ছিল। ৮ এমন আদেশ
দেওয়া হয়েছিল, যেন কাউকেই জোর করে পান করতে বাধ্য না করা হয়; কেননা রাজা তাঁর
গৃহাধ্যক্ষদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে, যার যেমন ইচ্ছা, সেই অনুসারেই প্রত্যেকে ব্যবহার
করুক। ৯ ভাস্তি রানীও আশেরোর রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন
করলেন।

১০ সপ্তম দিন, যখন রাজা আঙুররসে উৎফুল্ল ছিলেন, তখন মেহুমান, কিজ্‌থা, হার্বোনা, বিগ্‌থা,
আবাগ্‌থা, জেথার ও কার্কাস—আশেরো রাজার ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত এই সাতজন কঞ্চুকীকে
তিনি আজ্ঞা দিলেন, ১১ যেন তারা রাজমুকুটে পরিবৃতা ভাস্তি রানীকে রাজার সামনে নিয়ে আসে,
যাতে লোকদের ও প্রজাপ্রধানদের কাছে তাঁর সৌন্দর্য দেখানো হয়; কেননা তিনি দেখতে খুবই
সুন্দরী ছিলেন। ১২ কিন্তু কঞ্চুকীরা রাজার আদেশ আনলে ভাস্তি রানী সেই আদেশমতে আসতে
রাজি হলেন না। রাজা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। ১৩ তখন রাজা
বিধান-পন্ডিতদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য উপস্থাপন ক'রে—কেননা রাজ-সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার
বিধান ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তেমন পন্ডিতদের সামনেই আলোচনা করার প্রথা ছিল—১৪
কার্শেনা, শেথার, আদ্‌মাথা, তার্সিস, মেরেস, মার্সেনা ও মেমুখানকে ডাকিয়ে আনলেন; এই
সাতজন পারস্য ও মেদিয়া দেশের প্রজাপ্রধান ছিলেন রাজার প্রধান মন্ত্রী; তাঁর রাজ্যে তাঁরা প্রধান
আসনের অধিকারী ছিলেন।

১৫ তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঞ্চুকীরা আশেরো রাজার আদেশ জানালে ভাস্তি রানী সেই
আদেশ মেনে নিল না, সুতরাং বিধান অনুসারে তার বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হবে?'

১৬ মেমুখান তখন রাজা ও প্রজাপ্রধানদের সামনে এই উত্তর দিলেন, 'ভাস্তি রানী যে শুধু
মহারাজের কাছে অপরাধ করেছেন, তা নয়, কিন্তু সেই সমস্ত প্রজাপ্রধান ও সমস্ত জাতির কাছেও
অপরাধ করেছেন, যারা আশেরো রাজার সকল প্রদেশের অধিবাসী। ১৭ কেননা রানীর তেমন
ব্যবহারের কথা সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে রটে যাবে, ফলে তারা প্রকাশ্যে তাদের স্বামীদের অবজ্ঞা
করবে; হ্যাঁ, তারা বলবে: আশেরো রাজা নিজেই ভাস্তি রানীকে নিজের সামনে আনতে আজ্ঞা
দিলেও তিনি এলেন না। ১৮ রানীর তেমন ব্যবহারের কথা শুনে পারসিক ও মেদীয় যত পদস্থ
কর্মচারীর স্ত্রী আজ থেকেই রাজার সকল পদস্থ কর্মচারীকে এধরনের কথা বলবেন, তাতে বড়
অবমাননা ও ক্রোধের উদ্ভব হবে। ১৯ যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে "ভাস্তি আশেরো রাজার
সম্মুখে আর আসতে পারবেন না" তেমন রাজপত্র জারি করা হোক; এবং এর অন্যথা যেন না

হয়, এজন্য এই রাজাজ্ঞা পারসিকদের ও মেদীয়দের বিধানে অন্তর্ভুক্ত হোক। তারপর মহারাজ
ভাস্তির চেয়ে যোগ্য একটি নারীকে রানী-মর্যাদায় উন্নীত করুন। ২০ মহারাজ যে রাজপত্র জারি
করবেন, তা যখন তাঁর বিশাল রাজ্যের সব জায়গায় প্রচার করা হবে, তখন সমস্ত স্ত্রীলোক ছোট
কি বড় নিজ নিজ স্বামীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবে।' ২১ কথাটা রাজা ও প্রজাপ্রধানদের কাছে
গ্রহণযোগ্য মনে হল, তাই রাজা মেমুখানের কথামত কাজ করলেন। ২২ তিনি এক এক প্রদেশের
বর্ণমালা অনুসারে ও এক এক জাতির ভাষা অনুসারে রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে এমন পত্র
পাঠালেন, যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ ঘরে কর্তৃত্ব করে ও তার ইচ্ছামত কথা বলে।

রানীপদে এস্থার

২এই সমস্ত ঘটনার পরে আশেরো রাজার ক্রোধ প্রশমিত হলে তিনি ভাস্তিকে, তাঁর ব্যবহার ও
তাঁর বিষয়ে যে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা স্মরণ করলেন। ২ রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত পরিষদেরা
তাঁকে বলল, 'মহারাজের জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের খোঁজ করা হোক; ৩ মহারাজ তাঁর
রাজ্যের সকল প্রদেশে কর্মচারীদের নিযুক্ত করুন; তারা সেই সকল সুন্দরী যুবতী কুমারীদের সুসা
রাজপুরীতে সমবেত করে অন্তঃপুরে নারী-রক্ষক রাজকঞ্চুকী যে হেগাই, তার তত্ত্বাবধানে রাখুক,
আর সে নিজেদের সজ্জিত করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেবে। ৪ পরে মহারাজ যে
কন্যাকে পছন্দ করবেন, তিনি ভাস্তির পদে রানী হবেন।' এই প্রস্তাবে রাজা সন্তুষ্ট হলেন, আর
তিনি সেইমত করলেন।

৫ সেসময় সুসা রাজপুরীতে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর একজন ইহুদী বাস করতেন যাঁর নাম
মোরদেকাই; তিনি ছিলেন কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের পৌত্র, যায়িরের সন্তান। ৬ যুদা-রাজ
যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোক বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার দ্বারা বন্দি অবস্থায় উপনীত
হয়েছিল, তাদের মধ্যে কীশকেও যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করা হয়েছিল। ৭ মোরদেকাই নিজের
জেঠার কন্যা হাদাসাকে অর্থাৎ এস্থারকে লালন-পালন করেছিলেন, কারণ এস্থারের পিতা কি মাতা
আর ছিলেন না। মেয়েটি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পরে মোরদেকাই
তাঁকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ করেছিলেন।

৮ সেই রাজাজ্ঞা ও রাজপত্র জারীকৃত হলে যখন সুসা রাজপুরীতে অনেক মেয়েকে হেগাইয়ের
তত্ত্বাবধানে রাখা হল, তখন এস্থারকেও রাজপ্রাসাদে নেওয়া হল ও নারী-রক্ষক সেই হেগাইয়ের
তত্ত্বাবধানে রাখা হল। ৯ হেগাই তরুণীতে প্রীত হল আর তাঁর প্রতি অনুগ্রহের চোখে তাকাল; সে
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরন ও খাদ্যের জন্য যত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ব্যবস্থা করল, প্রাসাদের
সাতজন বাছাই করা দাসীকে তাঁর জন্য নিযুক্ত করল, এমনকি তাঁর জন্য ও তাঁর দাসীদের জন্য
অন্তঃপুরের সবচেয়ে ভাল স্থান ব্যবস্থা করল। ১০ এস্থার নিজের জাতির বা গোত্রের পরিচয় দিলেন
না, কারণ মোরদেকাই তা জানাতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ১১ এস্থার কেমন আছেন ও তাঁর
প্রতি কেমন ব্যবহার করা হয়, তা জানবার জন্য মোরদেকাই প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের
সামনে চলাচল করতেন।

১২ স্ত্রীলোকদের পক্ষে বারো মাসব্যাপী নিয়মিত প্রস্তুতির পর আশেরো রাজার সামনে যাবার
জন্য এক একটি মেয়ের পালা আসত; কেননা তাদের প্রস্তুতির জন্য এত দিন লাগত, বস্তুত
ছ'মাস গন্ধরসের তেলের জন্য, এবং বাকি ছ'মাস সেই সুগন্ধি ও প্রসাধনী-সামগ্রীর জন্য, যা
নারী-সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সাধারণত ব্যবহৃত; রাজার কাছে যেতে হলে প্রত্যেকটি যুবতীর জন্য

এ-ই ছিল নিয়ম; ১৩ সে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময়ে অন্তঃপুর থেকে যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে
চাইত, তাকে তা নিতে দেওয়া হত। ১৪ সে সন্ধ্যাবেলায় যেত, ও পরদিন সকালে উপপত্নীদের
রক্ষক রাজকঞ্চুকী শায়াশ্গাজের কাছে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরে আসত; রাজা তার প্রতি প্রীত হয়ে
তার নাম ধরে না ডাকালে সে রাজার কাছে আর যেত না।
১৫ মোরদেকাই তাঁর আপন জেঠা মশায় আবিহাইলের যে মেয়েকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ
করেছিলেন, যখন রাজার সাক্ষাতে সেই এস্থারের যাবার পালা হল, তখন এস্থার কিছুই চাইলেন
না, কেবল নারী-রক্ষক রাজকঞ্চুকী হেগাই যা যা নির্ধারণ করলেন, তা-ই মাত্র সঙ্গে নিলেন। যে
কেউ এস্থারের দিকে তাকাত, তিনি তার অনুগ্রহের পাত্রী হতেন। ১৬ রাজার রাজত্বকালের সপ্তম
বর্ষের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে এস্থারকে রাজপ্রাসাদে আশেরো রাজার কাছে আনা হল; ১৭
এবং রাজা অন্য সকল নারীর চেয়ে এস্থারেরই প্রতি বেশি আসক্ত হলেন, অন্য সকল যুবতীর চেয়ে
তিনিই রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্রী হলেন; তাই রাজা তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে
দিয়ে ভাস্তির পদে তাঁকেই রানী করলেন।
১৮ পরে রাজা তাঁর সমস্ত প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য এস্থারের ভোজসভা বলে এক
মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সকল প্রদেশকে ছুটি মঞ্জুর করলেন ও তাঁর রাজকীয়
বদান্যতা অনুসারে নানা উপহার দিলেন। ১৯ যখন দ্বিতীয়বারের মত যুবতী কুমারীদের সংগ্রহ করা
হল, সেসময়ে মোরদেকাই রাজদ্বারে নিযুক্ত ছিলেন। ২০ এস্থার মোরদেকাইয়ের আজ্ঞামত গোত্রের
বা জাতির বিষয়ে তখনও কিছুই বলেননি; কারণ এস্থার মোরদেকাইয়ের কাছে প্রতিপালিতা
হওয়ার সময়ে যেমন করতেন, তখনও সেইমত তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতেন।
২১ সেসময় অর্থাৎ যখন মোরদেকাই রাজদ্বারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন দ্বাররক্ষকদের মধ্যে বিগ্থান
ও তেরেশ নামে রাজপ্রাসাদের দু'জন কঞ্চুকী আশেরো রাজার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হাত
বাড়াতে ষড়যন্ত্র করল। ২২ কিন্তু ব্যাপারটা মোরদেকাইয়ের জানা হলে তিনি এস্থার রানীকে তা
জানালেন, এবং এস্থার মোরদেকাইয়ের নাম করে রাজাকে তা বললেন। ২৩ তদন্ত করলে ও কথাটা
প্রমাণিত হলে সেই দু'জনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হল, এবং সেই কথা রাজার সাক্ষাতে
স্মরণাবলি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল।

হামান ও ইহুদীরা

৩কিছু দিন পর আশেরো রাজা উচ্চতর পদে উন্নীত করার জন্য আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান
হামানকে বেছে নিলেন। তাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করে তিনি তার সকল সহপরিষদের চেয়ে
তাকেই উচ্চতর আসন দিলেন। ২ তাই রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা সকলে
হামানের সামনে হাঁটুপাত ও প্রণিপাত করত, কারণ রাজা তার সম্বন্ধে ঠিক এই আজ্ঞা
করেছিলেন; কিন্তু মোরদেকাই হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না। ৩ এজন্য রাজার
যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা মোরদেকাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাজার আজ্ঞা কেন
অমান্য করেন?' ৪ কিন্তু তবুও প্রত্যেক দিন তাঁকে একথা বললেও তিনি তাদের কথায় কান
দিতেন না। শেষে তারা ব্যাপারটা হামানকে জানাল; আসলে তারা দেখতে চাচ্ছিল, মোরদেকাই
নিজের ব্যবহারে স্থির থাকবেন কিনা, কারণ তিনি তাদের কাছে নিজের ইহুদী পরিচয়
দিয়েছিলেন। ৫ হামান নিজে যখন দেখল যে, আসলে মোরদেকাই তার সামনে হাঁটুপাতও করতেন
না, প্রণিপাতও করতেন না, তখন তার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। ৬ আর যেহেতু তাকে

বলা হয়েছিল মোরদেকাই কোন্ জাতের মানুষ, সেজন্য সে ভাবল যে, সে যে তাঁর উপর হাত তুলবে, কেবল তা-ই করা তাকে মানাবে না, বরং মোরদেকাইয়ের জাতিকে, আশেরোর সমগ্র রাজ্যে যত ইহুদী ছিল, তাদের সকলকেই বিনাশ করবে বলে স্থির করল।

৭ আশেরোর রাজার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, অর্থাৎ নিসান মাসে, হামানের সাক্ষাতে দিন ও মাস নির্ধারণ করার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হল। গুলিবাঁট দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনেই পড়ল; ৮ তখন হামান আশেরো রাজাকে বলল, 'আপনার রাজ্যের সকল প্রদেশ জুড়ে জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এমন জাতি আছে যা নিজেকে পৃথক রেখেছে; অন্য সকল জাতির বিধানের চেয়ে এ জাতির বিধান ভিন্ন, মহারাজের বিধানও তারা মানে না; সুতরাং তাদের থাকতে দেওয়া মহারাজের উচিত নয়। ৯ মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে তাদের বিনাশ-দণ্ড জারি করা হোক, আর আমি রাজ-ভাণ্ডারে রাখার জন্য রাজ-কর্মাধ্যক্ষদের হাতে দশ হাজার রুপোর মোহর দেব।' ১০ তখন রাজা হাত থেকে আঙটি খুলে তা আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানকে দিলেন। ১১ রাজা হামানকে বললেন, 'টাকাটা রাখ; আর সেই জাতির বিষয়ে তুমি যা খুশি কর।' ১২ প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজ-সচিবদের আহ্বান করা হল; সেদিন সব দিক থেকে হামানের সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপালদের ও প্রত্যেক প্রদেশের প্রদেশপালদের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানদের কাছে, প্রত্যেক প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষা অনুসারে পত্র লেখা হল। তেমন রাজপত্র আশেরো রাজার নামে লেখা হল ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হল। ১৩ পত্রগুলো রাজদূতদের দ্বারা রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে পাঠানো হল, তাতে এই হুকুম লেখা ছিল যে, আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে, একই দিনেই, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোক সমেত সমস্ত ইহুদী মানুষকে সংহার, হত্যা ও বিনাশ করা হবে, এবং তাদের সম্পদ লুট করা হবে।

১৩ক *পত্রটার অনুলিপি এ: 'মহারাজ আশেরো হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একশ' সাতাশটা প্রদেশের প্রদেশপালদের ও তাদের অধীনস্থ জেলা-প্রশাসকদের সমীপে:*

১৩খ *বহুদেশের শীর্ষপদে থাকায় ও সারাবিশ্বের সাম্রাজ্য আমার হাতে থাকায় আমি ক্ষমতার দম্ভে উদ্ধত নয়, বরং সমতা ও কোমলতার সঙ্গে সর্বদাই শাসন চালিয়ে আমার অধীনস্থদের জীবন নিরুদ্বিগ্ন করতে, শান্তশিষ্ট ও চতুঃসীমানা পর্যন্ত নিরাপদই একটা রাজ্য অর্পণ করতে, এবং সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।*

১৩গ *তেমন কিছু কেমন করে কার্যকারী করা যেতে পারে, আমি এবিষয়ে আমার মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ চাইলে, হামান—যিনি আমাদের কাছে দূরদর্শিতার জন্য বিশিষ্ট, অবিকৃত ভক্তি ও নিশ্চিত বিশ্বস্ততার জন্য চিহ্নিত, এবং রাজ্যের দ্বিতীয় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি—* ১৩ঘ *আমাদের একথা জানালেন যে, পৃথিবীতে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন এক জাতি মিশে গেছে, যে জাতি শত্রুভাবাপন্ন ও নিজেদের বিধিনিয়মে অন্য সকল দেশের চেয়ে ভিন্ন; এই জাতি রাজাজ্ঞা সর্বদাই অবহেলা করে, যার ফলে, আমরা যে সাম্রাজ্য এত অনিন্দনীয়ভাবে চালাচ্ছি, তারা তার সুগতিতে বাধা দেয়।*

১৩ঙ *সুতরাং, একথা ভেবে যে, এই জাতি তার অস্বাভাবিক বিধিনিয়মের কারণে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়ায় যে কোন মানুষের সঙ্গে নিত্য বিরোধিতায় রত একমাত্র জাতি, আমাদের সুবিধার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে, এবং এমন জঘন্য অপকর্মে রত আছে, যা রাজ্যের স্থৈর্যে বাধা*

দেয়, ১৩চ সেজন্য আমরা এই আদেশ জারি করলাম যে, যিনি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য নিযুক্ত
ও আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় পিতার মত, সেই হামানের লেখা পত্রে যে সকল লোক চিহ্নিত আছে,
তাদের সকলকে স্ত্রী-পুত্র সমেত, দ্বাদশ মাসের, অর্থাৎ আদার মাসের চতুর্দশ দিনে তাদের
শত্রুদের খড়্গের আঘাতে আমূলে উচ্ছেদ করা হবে—তাদের প্রতি দয়া বা ক্ষমাও দেখাতে হবে
না, ১৩ছ যেন আমাদের গতকালের ও আজকালের অমঙ্গলের কারণ এক দিনেই পাতালে জোর
করে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আমাদের শাসন আগামীকালের জন্য স্থৈর্য্য ও সুখ ভোগ করতে
পারে।'
১৪ এই রাজাজ্ঞা যেন প্রত্যেক প্রদেশে বিধান রূপেই জারি করা হয়, এজন্য তার নানা অনুলিপি
সকল জাতির কাছে প্রকাশ করা হল, যেন সেই দিনটির জন্য সকলে প্রস্তুত থাকে। ১৫ রাজার
আদেশে রাজদূতেরা যত শীঘ্রই রওনা হল; এমনকি, সুসা রাজপুরীতে রাজাজ্ঞাটা সঙ্গে সঙ্গেই
কার্যকারী করা হল। এবং রাজা ও হামান উৎসব ও পান করতে করতে সুসা নগরী হতভম্ব হয়ে
পড়ল।

এস্থার ও তাঁর আপন জাতি

৪ব্যাপারটা জানতে পেরে মোরদেকাই নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরলেন ও
মাথায় ছাই মেখে দিলেন। পরে নগরীর মধ্যস্থলে গিয়ে জোর গলায় তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করতে
লাগলেন। ২ তিনি রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু চটের কাপড়ে রাজদ্বারে কাউকে প্রবেশ করতে
দেওয়া হত না। ৩ আর প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন জায়গায় রাজার আদেশ ও তাঁর আজ্ঞাপত্র এসে
পৌঁছলেই সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে মহাশোক, উপবাস, কান্না ও বিলাপ হল, এবং অনেকের
জন্য চট ও ছাই-ই বিছানা হল।
৪ যখন এস্থার রানীর দাসীরা ও কঞ্চুকীরা এসে তাঁকে কথাটা জানাল, তখন তিনি মনোবেদনায়
অভিভূত হলেন। মোরদেকাই যেন চটের পরিবর্তে পোশাক পরেন, এই মর্মে তিনি তাঁকে পোশাক
পাঠালেন, কিন্তু মোরদেকাই তা নিতে চাইলেন না। ৫ তখন এস্থার নিজের সেবায় নিযুক্ত
রাজ-কঞ্চুকী হাথাককে ডেকে তাকে আজ্ঞা দিলেন, যেন মোরদেকাইয়ের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান
করে, ব্যাপারটা কী, ও কেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করছেন।
৬ হাথাক রাজদ্বারের উল্টো দিকে নগরীর যে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে মোরদেকাইয়ের
কাছে গেল, ৭ এবং মোরদেকাই তাঁর নিজের প্রতি যা যা ঘটেছিল, এবং ইহুদীদের বিনাশ করার
জন্য হামান যে পরিমাণ রুপোর টাকা রাজ-ভাণ্ডারে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই সমস্ত কথা
তাকে জানালেন। ৮ এবং তাদের বিনাশ করার জন্য যে আজ্ঞাপত্র সুসায় জারি করা হয়েছিল, তার
একটা অনুলিপি তাকে দিলেন, এস্থারের অবগতির জন্য তা যেন তাঁকে দেখানো হয়; আবার তার
মাধ্যমে তিনি এস্থারকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে ও স্বজাতির হয়ে অনুরোধ
রাখতে আজ্ঞা দিলেন।
৮ক তিনি তাঁকে বলে পাঠালেন: 'তোমার নিম্নাবস্থার সেই দিনগুলির কথা মনে রাখ, যখন
আমার নিজের হাত তোমার মুখে খাবার দিত; কেননা, রাজার পরে পদমর্যাদায় যিনি দ্বিতীয়
পদের অধিকারী, সেই হামান আমাদের প্রাণদণ্ড ঘটাবার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে।
প্রভুকে ডাক, আমাদের সপক্ষে রাজার কাছে কথা বল, মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার কর!'
৯ ফিরে এসে হাথাক মোরদেকাইয়ের কথা এস্থারকে জানাল, ১০ আর এস্থার মোরদেকাইয়ের

কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, ১১ 'রাজ-পরিষদেরা ও প্রদেশগুলির অধিবাসীরা সকলেই
একথা জানে যে, পুরুষ কি মহিলা, যে কেউ আহূত না হয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার সামনে যায়,
তার জন্য একটামাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে—প্রাণদণ্ড! সে-ই মাত্র রেহাই পাবে, যার দিকে রাজা
সোনার রাজদণ্ড বাড়াবেন। এখন কথা এ, আজ ত্রিশ দিন চলে গেল, কিন্তু রাজার কাছে যাবার
জন্য আমাকে এখনও আহ্বান করা হয়নি।' ১২ এস্থারের এই কথা মোরদেকাইকে জানানো হল, ১৩
আর তিনি এস্থারকে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজপ্রাসাদে আছ বিধায়ই সমস্ত ইহুদীর
মধ্যে কেবল তুমিই নিষ্কৃতি পাবে, তা মনে করো না। ১৪ না! এই সময়ে তুমি যদি নীরব থাক,
তবে অন্য জায়গা থেকেই ইহুদীদের সহায়তা ও উদ্ধার আসবে, কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের
সঙ্গে বিনষ্ট হবে। আর কে জানে? হয় তো ঠিক এই সময়ের জন্যই তোমাকে রানীপদে উন্নীত
করা হয়েছ!'

১৫ তখন এস্থার মোরদেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, ১৬ 'তুমি গিয়ে সুসায়
উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে জড় করে আমার জন্য উপবাস কর; তিন দিন ধরে দিনরাত কিছুই খাবে
না, কিছুই পান করবে না। আমার পক্ষ থেকে, আমি ও আমার দাসীরা একইভাবে উপবাস করে
থাকব; তারপর আমি রাজার কাছে যাব, তা বিধানবিরুদ্ধ হলেও যাব; আর যদি আমাকে বিনষ্ট
হতে হয়, হব।' ১৭ মোরদেকাই চলে গেলেন, এবং এস্থারের নির্দেশমত কাজ করলেন।

১৭ক *পরে তিনি প্রভুর সমস্ত কর্মকীর্তি স্মরণ করে প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলেন:*

১৭খ *'প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা,*
সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন,
এবং ইস্রায়েলকে ত্রাণ করার জন্য তোমার দৃঢ় ইচ্ছায়
কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

১৭গ *তুমি আকাশ, পৃথিবী ও আকাশের নিচে থাকা*
সকল আশ্চর্যময় বস্তু নির্মাণ করেছ।
তুমি বিশ্বপ্রভু;
তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে, প্রভু, এমন কেউ নেই।

১৭ঘ *তুমি সমস্ত কিছু জান:*
প্রভু, তুমি তো জান যে,
আমি অহঙ্কারী হামানের সামনে প্রণিপাত করিনি,
আমার তেমন ব্যবহারে
আমি গর্ব, অহঙ্কার বা অসার গৌরব দ্বারা চালিত হইনি;
বস্তুত আমি ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য
তার পাদমূলও চুম্বন করতাম!

১৭ঙ *কিন্তু একটা মানুষের গৌরব*
ঈশ্বরের গৌরবের উপরে না রাখার উদ্দেশ্যেই
আমি সেইভাবে ব্যবহার করেছি;
আমি কারও সামনে প্রণিপাত করব না,

কেবল তোমারই সামনে প্রণিপাত করব
—তুমি যে আমার প্রভু!—
আর আমার তেমন ব্যবহার অহঙ্কার-জনিত নয়।

১৭চ এখন, হে প্রভু ঈশ্বর,
হে রাজন, হে আব্রাহামের পরমেশ্বর,
তোমার আপন জনগণকে রেহাই দাও!
কেননা ওরা আমাদের বিনাশের জন্য চক্রান্ত করছে;
অতীতকাল থেকে যা তোমার আপন উত্তরাধিকার,
ওরা তা-ই ধ্বংস করতে মতলব করছে।
১৭ছ মিশর দেশ থেকে
তুমি যে স্বত্বাংশ নিজেরই হবার জন্য মুক্ত করেছ,
তার প্রতি অবহেলা করো না।
১৭জ আমার প্রার্থনা শোন,
তোমার উত্তরাধিকারের প্রতি প্রসন্নতা দেখাও;
আমাদের শোক আনন্দে পরিণত কর,
যেন বেঁচে থেকে আমরা, হে প্রভু,
তোমার নামকীর্তন করতে পারি।
যারা তোমার স্তুতিগান করে,
তাদের মুখ স্তব্ধ করা হবে এমনটি হতে দিয়ো না।'

১৭ঝ গোটা ইস্রায়েল যথাশক্তিতে চিৎকার করছিল, যেহেতু মৃত্যু তাদের সম্মুখীন ছিল।

১৭ঞ এস্থার রানীও তেমন মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিলেন।
পর্বীয় পোশাক ছেড়ে দুর্দশা ও শোকের কাপড় পরলেন; দামী সুগন্ধি তেলের বদলে মাথায় ছাই ও
গোবর মেখে নিলেন; কঠোরভাবে দেহসংযম করলেন, এবং তাঁর আগেকার আনন্দপূর্ণ
অলঙ্কারের স্থান এখন তাঁর ছিঁড়ে ফেলা চুলে ভরে গেল। পরে তিনি এই বলে ইস্রায়েলের ঈশ্বর
সেই প্রভুকে মিনতি জানালেন:

১৭ট 'হে আমার প্রভু, হে আমাদের রাজা, তুমি অদ্বিতীয়!
আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী,
আর তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই;
আমার সামনে মহাবিপদ উপস্থিত!

১৭ঠ জন্ম থেকে, আমার মাতাপিতার কোলে থাকতেই
আমি একথা শুনেছি যে,
তুমি, প্রভু, সকল দেশের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে,
ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদেরই
তোমার চিরকালীন উত্তরাধিকার হবার জন্য বেছে নিয়েছ,
এবং তাঁদের কাছে যা করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে,

তাঁদের প্রতি সেইমত করেছ।

১৭ঙ কিন্তু আমরা এখন তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
আর তুমি আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ,
কারণ আমরা তাদের দেবতাদের প্রতি গৌরব আরোপ করেছি।
প্রভু, তুমি ধর্মময়!

১৭চ কিন্তু এখন আমাদের দাসত্বের তিক্ততা
তাদের কাছে আর যথেষ্ট হচ্ছে না;
না, তাদের দেবতাদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে,
তোমার আপন ওষ্ঠ যে বিধি উচ্চারণ করেছে,
তারা তা বাতিল করে দেবে,
তোমার উত্তরাধিকারকে নিঃশেষ করবে,
যারা তোমার প্রশংসা করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করে দেবে,
তোমার গৃহের গৌরব ও তোমার যজ্ঞবেদি নিভিয়ে দেবে,
১৭ণ অপরদিকে তারা বিজাতীয়দের মুখ খুলে দেবে,
তারা যেন অসার দেবতাদের প্রশংসা করে
ও রক্তমাংসের একটা রাজার প্রতি
দৈবমর্যাদা চিরকালের মত আরোপ করে।

১৭ত প্রভু, তোমার রাজদণ্ড ছেড়ে দিয়ো না এমন দেবতাদের হাতে
যাদের কোন অস্তিত্বও নেই।
এমনটি হতে দিয়ো না যে,
আমাদের পতন হবে তাদের হাসির কারণ।
বরং তাদের এই সঙ্কল্প তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ফেরাও,
এবং যে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এই নির্যাতন চালাচ্ছে,
দারুণ শাস্তিদানে তাকে দণ্ডিত কর।

১৭থ প্রভু, স্মরণ কর!
আমাদের সঙ্কটের দিনে দেখা দাও!
আমাকে, এই আমাকে সাহস দান কর,
হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু!

১৭দ আমি যখন সিংহের সম্মুখীন হব,
তখন আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ;
তার হৃদয়কে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ফেরাও,
সেই শত্রু ও তার মত যারা,
তারা সকলেই যেন বিনষ্ট হয়!

১৭ধ আর এই আমাদের, তোমার হাত দ্বারা তুমি আমাদের নিস্তার কর,
আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী,

আর তুমি ছাড়া, প্রভু, আমার পক্ষে অন্য কেউ নেই!

১৭ন তুমি সবকিছুই জান;
এও জান যে, ভক্তিহীনদের গৌরব আমার বিতৃষ্ণার পাত্র,
আমি অপরিচ্ছেদিতদের ও সমস্ত বিজাতীয়দের শয্যা ঘৃণা করি।
১৭প তুমি আমার প্রয়োজন জান,
এও জান যে,
যেদিন আমাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়,
সেদিন যে কাপড় আমার মাথা ভূষিত করে,
আমি রাজমর্যাদার সেই প্রতীকচিহ্নও ঘৃণা করি—
দূষিত একটা কাপড়ের মতই তা ঘৃণা করি;
এবং আমার বিরতির দিনে তা মাথায় জড়াই না।
১৭ফ তোমার এই দাসী হামানের অন্নভোজে বসেনি,
রাজার ভোজসভাকেও মর্যাদা দেয়নি,
পানীয়-নৈবেদ্যের পানীয়ও মুখে দেয়নি।
১৭ব না, যেদিন তোমার দাসী এই নবীন অবস্থায় এসেছে,
সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে তোমাতে ছাড়া,
হে প্রভু, আব্রাহামের ঈশ্বর,
অন্য কিছুতেই আনন্দ পায়নি।

১৭ভ যাঁর শক্তি সকলকেই নত করে হে ঈশ্বর,
হতভাগাদের কণ্ঠস্বর শোন!
দুর্জনদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর,
আমার নিজের ভয় থেকে আমাকে নিস্তার কর!’

রাজার সাক্ষাতে এস্থার

৫তৃতীয় দিনে, প্রার্থনা শেষে তিনি শোকের কাপড় ছেড়ে তাঁর পূর্ণ গৌরবে নিজেকে সজ্জিতা করলেন। সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তিনি সেই ঈশ্বরকে ডাকলেন, যিনি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন; তিনি দু’জন দাসীকে সঙ্গে নিলেন; একজনের উপর মধুর কোমলতার সঙ্গে ভর করছিলেন, অপর একজন তাঁর পিছু পিছু এসে তাঁর উত্তরীয় উচ্চ করে রাখছিল। ১ক তাঁর সৌন্দর্যের জ্যোতিতে তাঁর চেহারা গোলাপী দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দ ও প্রেম বিকিরণ করছিল, অথচ তাঁর হৃদয় ছিল ভয়ে অবরুদ্ধ। ১খ সকল রাজদ্বার একটার পর একটা পার হয়ে তিনি হঠাৎ রাজার সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রাজাসনে আসীন ছিলেন, ছিলেন তাঁর সমস্ত রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত, সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় উজ্জ্বল— একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ১গ তিনি মহিমাপূর্ণ মুখমণ্ডল উচ্চ করে রোষের আতিশয্যে তাঁর দিকে তাকালেন। রানী মূর্ছা গেলেন, তাঁর মুখের রঙ ফেকাশে হল, তাঁর মাথা তাঁর সঙ্গিনী দাসীর উপর পড়ল। ১ঘ কিন্তু ঈশ্বর রাজার মন কোমলতায় ফেরালেন, আর রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে রাজাসন থেকে লাফ দিয়ে তাঁকে নিজের বাহুতে বরণ করলেন। এস্থারের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে

বরণ করে তিনি আশ্বাসজনক কথা বলতে থাকলেন; তিনি বললেন, ১গ 'এস্থার, ব্যাপারটা কী?
আমি তোমার ভাই! সাহস ধর, তোমাকে মরতে হবে না; আমাদের আজ্ঞা শুধু জনসাধারণেরই
জন্য। কাছে এসো!' ২ সোনার রাজদণ্ড উচ্চ করে তা তাঁর গলায় রাখলেন, এবং তাঁকে চুম্বন করে
বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা বল!' ২ক এস্থার তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার চোখে আপনাকে
ঈশ্বরের এক দূতের মত দেখাচ্ছিল, আপনার গৌরবের সামনে আমার হৃদয় আলোড়িত হল।
কেননা, প্রভু, আপনি অপরূপ, আপনার মুখমণ্ডল প্রসাদে পরিপূর্ণ।' ২খ কিন্তু একথা বলতে বলতে
তিনি আবার মূর্ছা গেলেন; তাতে রাজা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আর তাঁর পরিষদেরা সকলে
এস্থারকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

৩ রাজা তখন বললেন, 'এস্থার রানী, ব্যাপারটা কী? আমাকে বল, তোমার কী যাচ্‌না? রাজ্যের
অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা তোমাকে দেওয়া হবে।' ৪ এস্থার উত্তরে বললেন, 'মহারাজ এতে প্রীত
হলে, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজের আয়োজন করেছি, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে
আসুন।' ৫ রাজা বললেন, 'হামানকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বল, যেন এস্থারের বাসনা পূর্ণ হয়।' তাই
এস্থার যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, রাজা ও হামান সেই ভোজে গেলেন।

৬ ভোজ শেষের দিকে রাজা এস্থারকে বললেন, 'তোমার কী অনুরোধ? তা তোমাকে মঞ্জুর করা
হবে। তোমার কী যাচ্‌না? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তার সিদ্ধি হবে।' ৭ এস্থার উত্তরে বললেন,
'আমার অনুরোধ ও আমার যাচ্‌না এই: ৮ আমি যদি মহারাজের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, এবং
আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করতে ও আমার যাচ্‌না পূরণ করতে যদি মহারাজের ভাল মনে হয়, তবে
আমি আপনাদের জন্য আগামীকাল যে ভোজের আয়োজন করব, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে
আসুন; তখনই আমি মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তর দেব।'

মোরদেকাইয়ের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ

৯ সেদিন হামান উল্লসিত মনে ও প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিল, কিন্তু যখন রাজদ্বারে মোরদেকাইয়ের
দেখা পেল, এবং তিনি তার সামনে উঠে দাঁড়ালেন না, সরলেনও না, তখন মোরদেকাইয়ের প্রতি
হামানের অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। ১০ তথাপি হামান ক্রোধ চেপে রেখে নিজের বাড়িতে
এসে তার বন্ধুদের ও তার স্ত্রী জেরেশকে ডাকিয়ে আনল। ১১ হামান তাদের কাছে নিজের
গৌরবময় ঐশ্বর্য ও নিজের বহু ছেলেদের কথা, এবং রাজা কেমন করে সমস্ত ব্যাপারে তাকে উচ্চ
পদে উন্নীত করেছেন ও কেমন করে তাকে প্রজাপ্রধানদের ও রাজার পরিষদদের চেয়ে মহত্তর
মর্যাদা দিয়েছেন, এই সমস্ত কথা তাদের কাছে বর্ণনা করল। ১২ হামান আরও বলল, 'এস্থার রানী
তাঁর আয়োজিত ভোজে রাজার সঙ্গে আর কাউকেও নিমন্ত্রণ করেননি, কেবল আমাকেই নিমন্ত্রণ
করলেন; এমনকি, আগামীকালও আমি রাজার সঙ্গে তাঁর কাছে নিমন্ত্রিত। ১৩ কিন্তু এই সমস্ত কিছু
সত্ত্বেও আমার অন্তরে শান্তি হয় না, যেহেতু আমাকে সবসময়ই রাজদ্বারে বসা সেই ইহুদী
মোরদেকাইকে দেখতে হচ্ছে!' ১৪ তখন তার স্ত্রী জেরেশ ও তার সকল বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি
পঞ্চাশ হাত উচ্চ এক ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাও, আর আগামীকাল রাজাকে বল, যেন মোরদেকাইকে
তাতে ঝুলানো হয়; তারপর প্রফুল্লমনে রাজার সঙ্গে ভোজে যাও।' সেই কথায় প্রীত হয়ে হামান
ফাঁসিকাষ্ঠটা প্রস্তুত করাল।

সম্মানের পাত্র মোরদেকাই

৬সেই রাতে রাজা ঘুমোতে পারলেন না; তিনি স্মরণাবলি-পুস্তক অর্থাৎ রাজ-স্মরণাবলি আনতে
আজ্ঞা দিলেন, আর রাজার সামনে পুস্তকটা পাঠ করে শোনানো হল। ২ তার মধ্যে লেখা এই কথা
পাওয়া গেল: রাজার কঞ্চুকী বিগ্থান ও তেরেশ নামে দু'জন দ্বাররক্ষক আশেরো রাজার বিরুদ্ধে
হাত বাড়াবার মতলব করলে মোরদেকাই তাদের সেই মতলবের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ৩
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ব্যাপারে মোরদেকাইকে সম্মান ও মর্যাদা দেবার জন্য কী করা হল?'
রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত লোকেরা বলল, 'তাঁর জন্য কিছুই করা হয়নি।'
৪ রাজা বললেন, 'প্রাঙ্গণে কে আছে?' ঠিক তখনই হামান তার প্রস্তুত করা ফাঁসিকাষ্ঠে
মোরদেকাইকে ঝুলিয়ে দেবার জন্য রাজার কাছে অনুরোধ করতে রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে
এসেছিল। ৫ রাজার সেই লোকেরা বলল, 'দেখুন, হামান প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন।' রাজা বললেন,
'সে ভিতরে আসুক।' ৬ হামান ভিতরে এলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যার উপরে রাজা
সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তার প্রতি কী করা উচিত?' হামান মনে মনে ভাবল, 'আমার
উপরে ছাড়া রাজা আর কার্ উপরেই বা সমাদর আরোপ করতে প্রীত হবেন?' ৭ তাই হামান
রাজাকে বলল, 'মহারাজ যার উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, ৮ তাকে দেওয়া হোক একটা
রাজকীয় পোশাক যা মহারাজ নিজেই ব্যবহার করেছেন এবং একটা ঘোড়া যার পিঠে মহারাজ
নিজেই চড়েছেন—সেই ঘোড়া যার মাথায় একটা রাজমুকুট বসানো আছে। ৯ সেই পোশাক ও
সেই ঘোড়া মহারাজের একজন অতি বিশিষ্ট লোকের হাতে দেওয়া হোক, এবং মহারাজ যার
উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, সে সেই রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত হোক, পরে তাকে সেই
ঘোড়ার পিঠে শহরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হোক, এবং তার আগে আগে এই কথা ঘোষণা করা
হোক: রাজা যাঁর উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তাঁর প্রতি তেমনই পুরস্কার!'
১০ রাজা হামানকে বললেন, 'শীঘ্রই, সেই পোশাক ও ঘোড়া নিয়ে তুমি যেমন বললে, রাজদ্বারে
বসা ইহুদী মোরদেকাইয়ের প্রতি ঠিক সেইমত কর; তুমি যা কিছু বললে, তার কিছুই যেন বাকি
না পড়ে।' ১১ তখন হামান সেই পোশাক ও ঘোড়া নিল, মোরদেকাইকে পোশাক পরিয়ে দিল এবং
ঘোড়ার পিঠে শহরের ময়দানে নিয়ে গেল, আর তাঁর আগে আগে ঘোষণা করল, 'রাজা যাঁর
উপরে সমাদর আরোপ করতে প্রীত, তাঁর প্রতি তেমনই পুরস্কার!'
১২ তারপর মোরদেকাই রাজদ্বারে ফিরে গেলেন, কিন্তু হামান শোকান্বিত হয়ে মুখে একটা পরদা
দিয়ে শীঘ্রই বাড়িতে চলে গেল। ১৩ হামান তার স্ত্রী জেরেশকে ও তার সকল বন্ধুকে সেই সবকিছু
বর্ণনা করল যা তার প্রতি ঘটেছিল; তার সেই জ্ঞানী লোকেরা ও তার স্ত্রী জেরেশ তাকে বলল,
'যার সামনে তোমার এই পতনের আরম্ভ হল, সেই মোরদেকাই যেহেতু ইহুদী বংশের মানুষ,
সেজন্য তুমি সেই বংশের সামনে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না, তার সামনে তোমার পতন
অবশ্যম্ভাবী!' ১৪ তারা তার সঙ্গে কথাবার্তা করছে, এমন সময় রাজকঞ্চুকীরা এসে এস্থারের
আয়োজিত ভোজে হামানকে শীঘ্রই নিয়ে গেল।

হামানের মৃত্যু

৭রাজা ও হামান এস্থার রানীর আয়োজিত ভোজে গেলেন, ২ এবং এই দ্বিতীয় দিনে ভোজ শেষের
দিকে রাজা এস্থারকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এস্থার রানী, আমাকে বল, তোমার কী অনুরোধ?
আমি তা পূরণ করব। তোমার কী যাচ্না? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও, তুমি ইচ্ছা করলে তা

তোমার হবে।’ ৩ এস্থার রানী উত্তরে বললেন, ‘মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, তবে আমার নিজের প্রাণ মঞ্জুর করা হোক—এ আমার অনুরোধ; এবং আমার আপন জাতির প্রাণকে রেহাই দেওয়া হোক—এ আমার যাচ্‌না। ৪ কারণ আমি ও আমার স্বজাতি, সংহার, হত্যা ও বিনাশের উদ্দেশ্যেই এই আমাদের বিক্রি করা হয়েছে। কেবল দাস-দাসী হবার জন্যই আমাদের যদি বিক্রি করা হত, তবে আমি নীরব থাকতাম; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে, মহারাজের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, আমাদের নির্যাতকের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ করার সাধ্য হবে না।’ ৫ আশেরো রাজা সঙ্গে সঙ্গেই এস্থার রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যার অন্তর এমন মতলবে ভরা, সে কে? সে কোথায়?’ ৬ এস্থার উত্তরে বললেন, ‘সেই নির্যাতক? সেই শত্রু? সে তো এই দুর্জন হামান!’ তখন হামান রাজার ও রানীর সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল। ৭ রোষ-ভরা অন্তরে রাজা ভোজ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে চলে গেলেন; আর হামান এস্থার রানীর কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষার জন্য সেখানে দাঁড়াল, কেননা সে স্পষ্টই দেখল যে, রাজার পক্ষ থেকে তার বিনাশ অবধারিত।

৮ রাজা প্রাসাদের উদ্যান থেকে ভোজ-কক্ষে ফিরে আসছেন, এমন সময় এস্থার যে আসনে বসে আছেন, হামান তার উপরে পড়ে রয়েছে; তখন রাজা বলে উঠলেন, ‘এ কি! লোকটা আমার নিজের বাড়ির মধ্যে, আমার চোখের সামনেই কি রানীকে মানভ্রষ্টাও করবে?’ রাজার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে আসামাত্র হামানের মুখে একটা পরদা দেওয়া হল। ৯ রাজার উপস্থিতিতে হার্বোনা নামে একজন কঞ্চুকী বলল, ‘ওই যে! সেই পঞ্চাশ হাত উচ্চ ফাঁসিকাষ্ঠও আছে; যা হামান সেই মোরদেকাইয়ের জন্যই তৈরি করেছিল, যিনি একসময় মহারাজের বড় সুবিধার জন্য কথা বলেছিলেন; তা তার নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত আছে।’ রাজা বললেন, ‘একে তাতে ঝুলিয়ে দাও!’ ১০ ফলে হামান মোরদেকাইয়ের জন্য যে ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরি করেছিল, ঠিক তাতেই তাকে ঝুলানো হল; এবং রাজার ক্রোধ প্রশমিত হল।

ইহুদীরাই রাজ-প্রসন্নতার পাত্র

৮একই দিনে আশেরো রাজা এস্থার রানীকে ইহুদীদের নির্যাতক সেই হামানের বাড়ি দান করলেন। মোরদেকাই রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন, কেননা মোরদেকাই এস্থারের কে, একথা এস্থার জানিয়েছিলেন। ২ রাজা হামান থেকে যে আঙটি আনিয়েছিলেন, তা খুলে মোরদেকাইকে দিলেন এবং এস্থার হামানের বাড়ির উপরে মোরদেকাইকে নিযুক্ত করলেন।

৩ এস্থার রাজার কাছে আবার অনুরোধ রাখলেন ও তাঁর পায়ে পড়ে হাহাকার করতে করতে আগাগীয় হামানের শঠতার ফল, অর্থাৎ ইহুদীদের বিরুদ্ধে তার সঙ্কল্পিত মতলব রোধ করার জন্য তাঁর কাছে সাধাসাধি করলেন। ৪ রাজা এস্থারের দিকে সোনার রাজদণ্ড বাড়ালে এস্থার উঠে রাজার সামনে দাঁড়ালেন; ৫ তিনি বললেন, ‘যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি এই কাজ মহারাজের দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হয় ও আমি তাঁর গ্রহণীয়া হই, তবে মহারাজের অধীনে যত প্রদেশ রয়েছে, সেখানকার নিবাসী ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য আগাগীয় হাম্মাদাথার সন্তান হামানের মতলব-সংক্রান্ত যে সকল পত্র লেখা হয়েছে, সেই সকল পত্র ব্যর্থ করার জন্য উপযুক্ত হুকুম লেখা হোক। ৬ কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখে আমি কেমন করে দাঁড়াতে পারব? আমার আপন জ্ঞাতি-কুটুম্বের বিনাশ দেখে কেমন করে দাঁড়াতে পারব?’

৭ আশেরো রাজা এস্থার রানীকে ও ইহুদী মোরদেকাইকে বললেন, ‘দেখ, আমি এস্থারকে
হামানের বাড়ি দিয়েছি, এবং হামানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, কেননা সে ইহুদীদের উপরে
হাত বাড়াচ্ছিল। ৮ এখন তোমরা যেমন ভাল মনে কর রাজার নামে ইহুদীদের পক্ষে পত্র লেখ, ও
রাজার আঙটির সীল দ্বারা তা মুদ্রাঙ্কিত কর; কেননা যা কিছু রাজার নামে লেখা ও রাজার
আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।’ ৯ তখন তৃতীয় মাসের অর্থাৎ
সিবন মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে রাজ-কর্মসচিবদের আহ্বান করা হল, আর মোরদেকাইয়ের সমস্ত
নির্দেশ অনুসারে ইহুদীদের, ক্ষিতিপালদের এবং হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ’
সাতাশটা প্রদেশের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রতিটি জাতির ভাষা অনুসারে
প্রদেশপালদের ও প্রদেশগুলোর প্রজাপ্রধানদের কাছে এবং ইহুদীদের বর্ণমালা ও ভাষা অনুসারে
তাদেরও কাছে পত্র লেখা হল। ১০ পত্রটা আশেরো রাজার নামে লেখা ও রাজার আঙটির সীল
দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হল, পরে রাজার নিজের অশ্বপালন-প্রতিষ্ঠানের ঘোড়ার পিঠে বসা ধাবকদের হাত
দ্বারা সেই সকল পত্র পাঠানো হল। ১১ তেমন পত্রগুলো দ্বারা রাজা ইহুদীদের এই অনুমতি দিলেন
যে, তারা প্রতিটি শহরে সমবেত হয়ে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য দাঁড়াতে পারবে, এবং যে কোন
জাতি বা প্রদেশের বিরোধী দল অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাদের, তাদের ছেলেমেয়েদের ও বধূদের
আক্রমণ করবে, তারা সেই দলকে সংহার করতে, বধ করতে ও বিনাশ করতে পারবে, এবং
তাদের সম্পত্তি লুট করতে পারবে। ১২ আশেরো রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে তা একই দিন
থেকে, অর্থাৎ আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিন থেকেই কার্যকারী হবে।

১২ক *এই সমস্ত ঘটনাসংক্রান্ত যে পত্র, তার অনুলিপি এ:*

১২খ *‘মহারাজ আশেরো হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একশ’ সাতাশটা প্রদেশের
ক্ষিতিপালদের সমীপে; যারা আমাদের সুখ-সুবিধার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদেরও সমীপে: শুভেচ্ছা!*

১২গ *বহু লোক আছে, যারা তাদের উপকারীদের পরম বদান্যতায় যত সম্মানিত হয়, তত উদ্ধত
হয়। আমাদের প্রজাদের অনিষ্ট ঘটাবার প্রচেষ্টা তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তারা বরং নিজেদের
অহঙ্কারের ভার সহ্য করতে অক্ষম হয়ে তাদের উপকারীদের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত করে।* ১২ঘ *মানুষের
হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা মুছে ফেলতেই শুধু তুষ্ট নয়, বরং মঙ্গল জানে না এমন লোকদের দাম্ভিক
কোলাহলে উত্তেজিত হয়ে তারা ঈশ্বরকেও এড়াবার প্রত্যাশা করে, যিনি সর্বদ্রষ্টা, তাঁর সেই
ন্যায়ও এড়াবার প্রত্যাশা করে, যা অনিষ্ট ঘৃণা করে।*

১২ঙ *এভাবে কর্তৃপক্ষ-পদে নিযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে প্রয়ই এমনটি ঘটেছে যে, রাষ্ট্রীয়
পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে ও সেই বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে
তারা তাদের সঙ্গে নির্দোষীর রক্তপাতের দায়ী হয়েছে ও এমন অমঙ্গলের মধ্যে মিশে গেছে, যা
প্রতিকারের অতীত;* ১২চ *কেননা ধূর্ত প্রকৃতির মানুষদের মিথ্যা যুক্তি শাসনকর্তাদের উৎকৃষ্ট
সদ্ভাবকে ভ্রষ্ট করেছে।* ১২ছ *তেমন কিছু কেবল সেই অতীতকালের ইতিহাসেই প্রমাণিত নয়, যার
কথা আমি এইমাত্র ইঙ্গিত করলাম; বরং অযোগ্য রাজকর্মচারীদের মহামারী দ্বারা পরিকল্পিত সেই
নানা অপকর্মেও প্রকাশ পায়, যা সকলেরই দৃষ্টিগোচর!* ১২জ *ভবিষ্যতের জন্য আমরা এমন
ব্যবস্থায় অবলম্বন করব, যেন সকল মানুষ নির্ভয়ে রাজ্যের সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে;* ১২ঝ *এই
উদ্দেশ্যে আমরা উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাব, এবং যত সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়,
সমতাপূর্ণ মনোভাবেই তা সর্বদা বিচার করব।*

১২ঞ *ঠিক তেমনি ঘটল মাসিডনীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই হামানের বেলায়, যার রক্তে পারসিক রক্তবিন্দুও নেই ও আমাদের মঙ্গলময়তা থেকে বহুদূরবর্তী যে ব্যক্তি—যদিও সে আমাদের আতিথেয়তা ভোগ করল!* ১২ট *যে সদ্ভাব আমরা সমস্ত দেশের প্রতি দেখাই, সে সেই সদ্ভাবের এমন বিশিষ্ট পাত্র হয়েছিল যে, তাকে আমাদের নিজেদের দ্বিতীয় পিতা বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং মর্যাদা ক্ষেত্রে সে ছিল রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব; বস্তুত প্রণিপাত দ্বারাই তার প্রতি সম্মান দেখানো হত।* ১২ঠ *কিন্তু পদমর্যাদার ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে সে রাজ্য ও জীবন থেকেও আমাদের বঞ্চিত করবে বলে চক্রান্ত আঁটল।* ১২ড *আর শুধু তা নয়, মিথ্যা ও বাঁকা যুক্তি দ্বারা সে চাইল আমাদের ত্রাণকর্তা ও ধ্রুব উপকর্তা মোরদেকাইয়ের প্রাণদণ্ড, আমাদের নিজেদের রাজমর্যাদার অনিন্দনীয়া অংশী সেই এস্থারের ও তাঁর সমস্ত জাতিরও প্রাণদণ্ড চাইল!* ১২ঢ *তেমন উপায় দ্বারা সে মনে করছিল, আমাদের অসহায় করে ফেলবে, এবং এর ফলে পারসিক রাজ্যকে মাসিডনীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে।*

১২ণ *অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই চরম পাষণ্ড যাদের নিঃশেষ বিনাশেই নিরূপণ করেছিল, সেই ইহুদীরা কোন মতে অপকর্মা নয়, এমনকি, ন্যায্যতম বিধান দ্বারাই তারা শাসিত;* ১২ত *তারা মহান ও জীবনময় ঈশ্বর সেই পরাৎপরের সন্তান, যিনি আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদের রাজ্যকে উত্তম সমৃদ্ধিতে চালিত করেন।* ১২থ *সুতরাং তোমাদের পক্ষে এ বাঞ্ছনীয় হবে যে, হাম্মেদাথার সন্তান হামান যে সমস্ত পত্র লিখে পাঠিয়েছিল, তোমরা সেগুলোর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে না; কেননা তেমন ষড়যন্ত্র যে এঁটেছে, সেই হামানকে তার সমস্ত পরিজন সহ সুসার নগরদ্বারে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে: এ ন্যায্য শাস্তি! এমন শাস্তি, যা বিশ্বপতি স্বয়ং ঈশ্বর ইতস্তত না করে তার উপর নামিয়ে এনেছেন।* ১২দ *তোমরা বরং এই বর্তমান পত্রের অনুলিপি সকল স্থানে প্রকাশ করবে, ইহুদীদের এমনটি করতে দেবে, যেন তারা সমস্ত নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের বিধিনিয়ম মেনে চলতে পারে; এবং নির্যাতনের দিনে—আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে—যারা তাদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে, তেমন আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সাহায্য করবে।* ১২ধ *কেননা বিশ্বপতি ঈশ্বর তাঁর বেছে নেওয়া জাতির জন্য সেই দিনটিকে বিনাশের দিন থেকে আনন্দেরই দিনে পরিণত করেছেন।*

১২ন *আর তোমরা, হে ইহুদীরা, তোমাদের মহা স্মরণ-পর্বগুলিতে সব রকম ভোজসভায় এই দিনটিকে উদ্‌যাপন করবে, যেন এখন ও ভাবীকালে তেমন দিন তোমাদের ও সদিচ্ছার পারসিকদের জন্য পরিত্রাণের স্মৃতি-দিবস, এবং তোমাদের শত্রুদের জন্য বিনাশের স্মৃতি-দিবস হয়।*

১২প *যে সমস্ত শহর, এবং আরও সাধারণভাবে, যে সমস্ত স্থান এই নির্দেশ মেনে চলবে না, তা খড়্গ ও আগুন দ্বারা নির্মমভাবে নিঃশেষ করা হবে; তা মানুষের কাছে অগম্য হবে শুধু নয়, বন্যজন্তু ও পাখিদের কাছেও চরম ঘৃণার বস্তু হবে চিরকাল ধরে।'*

১৩ প্রতিটি প্রদেশে যে রাজাজ্ঞা জারীকৃত হওয়ার কথা, সেই রাজাজ্ঞার একটা অনুলিপি সকল জাতির কাছে জানানো হল, যেন ইহুদীরা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পারে। ১৪ তাই রাজকীয় দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সেই ধাবকেরা রাজার আজ্ঞায় প্রেরণা ও আগ্রহে পূর্ণ হয়ে রওনা হল; রাজাজ্ঞাটি সুসা রাজপুরীতেও প্রচারিত হল।

১৫ মোরদেকাই নীল ও সাদা রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত হয়ে, সোনার বড় মুকুটে ভূষিত হয়ে,
ও ক্ষোম-সুতোর বেগুনি আলোয়ান পরে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন; সুসা রাজপুরী
আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি তুলল। ১৬ ইহুদীদের পক্ষে ছিল আলো, আনন্দ, ফুর্তি ও সম্মান। ১৭
প্রতিটি প্রদেশে ও প্রতিটি শহরে যে কোন স্থানে রাজার সেই বাণী ও আজ্ঞা এসে পৌঁছল, সেখানে
ইহুদীদের পক্ষে আনন্দ, ফুর্তি, ভোজসভা ও পর্বদিন হল। দেশের জাতিগুলোর অনেক লোক
ইহুদী-ধর্মাবলম্বী হল, কেননা ইহুদীদের আতঙ্ক তাদের উপরে এসে পড়েছিল।

শত্রু সংহার

৯দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ আদার মাসের যে ত্রয়োদশ দিনে রাজার সেই বাণী ও আজ্ঞা কাজে পরিণত
হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ যে দিন ইহুদীদের শত্রুরা তাদের উপরে প্রভুত্ব করার প্রত্যাশা করছিল,
সেই দিনে সবকিছু উল্টোপাল্টো হল, কেননা ইহুদীরাই তাদের বিরোধীদের উপরে প্রভুত্ব করল। ২
ইহুদীরা, যারা তাদের অনিষ্টের চেষ্টায় ছিল, তাদের আক্রমণ করার জন্য আশেরো রাজার সকল
প্রদেশে নিজ নিজ শহরে সমবেত হল, এবং তাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারল না, কেননা
ইহুদীদের আতঙ্ক সকল জাতির উপরে নেমে পড়েছিল। ৩ প্রদেশগুলোর প্রজাপ্রধানেরা,
ক্ষিতিপালেরা, প্রদেশপালেরা ও রাজকর্মচারীরা সকলে ইহুদীদের পক্ষ সমর্থন করলেন, কারণ
মোরদেকাইয়ের আতঙ্ক তাঁদের উপরে নেমে পড়েছিল। ৪ বাস্তবিকই মোরদেকাই রাজপ্রাসাদের
মধ্যে প্রভাবশালী ছিলেন, ও তাঁর নাম সকল প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল; হ্যাঁ, মোরদেকাই উত্তরোত্তর
প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।

৫ ইহুদীরা তাদের সমস্ত শত্রুকে খড়্গের আঘাতে সংহার ও বিনাশ করল; তারা তাদের
বিরোধীদের প্রতি যা ইচ্ছা তাই করল। ৬ সুসা রাজপুরীতে ইহুদীরা পাঁচশ' লোককে বধ ও বিনাশ
করল। ৭ পার্শানদাথা, দাল্‌ফোন, আস্পাথা, ৮ পোরাথা, আদালিয়া, আরিদাথা, ৯ পার্মাস্তা,
আরিসাই, আরিদাই ও বাইজাথা, ১০ হাম্মাদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানের এই দশ
ছেলেকে তারা বধ করল, কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না। ১১ সুসা রাজপুরীতে যাদের বধ করা হল,
তাদের সংখ্যা সেই দিন রাজার কাছে আনা হল।

১২ রাজা এস্থার রানীকে বললেন, 'ইহুদীরা সুসা রাজপুরীতে পাঁচশ' লোককে ও হামানের দশ
ছেলেকে বধ ও বিনাশ করেছে; না জানি, রাজার অধীনস্থ অন্য সকল প্রদেশে তারা কী করেছে?
এখন আর কী চাও? তোমাকে দেওয়া হবে। তোমার আর কী যাচ্‌না? তার সিদ্ধি হবে।' ১৩ এস্থার
বললেন, 'যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে আজকের মত আগামীকালও একই কাজ করার
অনুমতি সুসা-নিবাসী ইহুদীদের দেওয়া হোক, এবং হামানের দশ ছেলেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো
হোক।' ১৪ রাজা তা করতে আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞাটা সুসাতে জারীকৃত হল, আর হামানের দশ
ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হল। ১৫ সুসার ইহুদীরা আদার মাসের চতুর্দশ দিনেও সমবেত হয়ে সুসায়
তিনশ' লোককে বধ করল, কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না।

১৬ রাজার নানা প্রদেশ-নিবাসী অন্য সকল ইহুদীরাও সমবেত হয়ে নিজ নিজ প্রাণের জন্য
দাঁড়াল, তাদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখল ও বিরোধীদের পঁচাত্তর হাজার
লোককে বধ করল; কিন্তু কিছুই লুটপাট করল না। ১৭ তারা আদার মাসের ত্রয়োদশ দিনে একাজ
করল, এবং চতুর্দশ দিনে বিশ্রাম করে সেই দিনকে ভোজসভা ও আনন্দের দিন করল। ১৮ কিন্তু
সুসার ইহুদীরা সেই মাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ দিনেই সমবেত হল, এবং পঞ্চদশ দিনেই বিশ্রাম

করে সেই দিনকে ভোজসভা ও আনন্দের দিন করল। ১৯ এজন্য পল্লীগ্রামের, অর্থাৎ যত শহর
প্রাচীরে ঘেরা নয়, সেই শহরগুলোর ইহুদীরা আদার মাসের চতুর্দশ দিনকেই আনন্দ, ভোজসভা,
সুখ ও উপহার আদান-প্রদানের দিন বলে মানে। ১৯ক *আবার, যারা শহরে বাস করে, তারা প্রতিবেশীর সঙ্গে উপহার আদান-প্রদান করে আদার মাসের পঞ্চদশ দিনকেই আনন্দের পর্বদিন বলে উদ্‌যাপন করে।*

'পুরিম' মহাপর্ব প্রতিষ্ঠা

২০ মোরদেকাই এই সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন; পরে আশেরো রাজার অধীনস্থ
নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সকল প্রদেশে যে সকল ইহুদী থাকত, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে আজ্ঞা
করলেন, ২১ যেন তারা বছরে বছরে আদার মাসের চতুর্দশ ও সেই মাসের পঞ্চদশ দিন পালন
করে, ২২ কেননা সেই দুই দিন এমন, যখন ইহুদীরা তাদের শত্রুদের দূর করে আরাম পেয়েছিল,
এবং সেই মাস এমন, যখন তাদের দুঃখ সুখে ও শোক উৎসবে পরিণত হয়েছিল; আরও, যেন
তারা সেই মাসের দুই দিন ভোজসভা ও আনন্দের এমন দিন বলে মানে, যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে
উপহার আদান-প্রদান করে ও গরিবদের কাছেও উপহার দেয়। ২৩ ইহুদীরা যেমন আরম্ভ করেছিল
ও মোরদেকাই এবিষয়ে তাদের যেমন লিখেছিলেন, তারা সেইমত করবে বলে কথা দিল, ২৪ কারণ
আগাগীয় হাম্মাদাথার সন্তান সকল ইহুদীর নির্যাতক সেই হামান ইহুদীদের বিনাশ করার সঙ্কল্প
করেছিল, তাদের উৎপাটন ও বিনাশ ঘটাবার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁটের গুলি পড়িয়েছিল; ২৫
কিন্তু ষড়যন্ত্র রাজার কাছে জানানো হলে তিনি এমন লিখিত আজ্ঞাপত্র জারি করলেন, যেন হামান
ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে মতলব এঁটেছিল, তা তার নিজের মাথায় নেমে পড়ে এবং তাকে ও তার
ছেলেদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

২৬ এজন্য 'পুর' নাম অনুসারে সেই দুই দিনের নাম পুরিম হল। সেই পত্রের সকল কথার
ভিত্তিতে, সেই বিষয়ে তারা যা দেখেছিল ও তাদের প্রতি যা ঘটেছিল, সেই সবকিছুরও ভিত্তিতে ২৭
ইহুদীরা নিজেদের অলঙ্ঘ্য কর্তব্য বলে ও নিজ নিজ বংশধরদের ও ভাবী ইহুদী-ধর্মাবলম্বী
সকলেরও অলঙ্ঘ্য কর্তব্য বলে এ স্থির করল যে, সেই লিখিত আজ্ঞা ও নির্ধারিত সময় অনুসারে
তারা বছরে বছরে ওই দুই দিন পালন করবে। ২৮ পুরুষানুক্রমে প্রতিটি গোত্রে, প্রতিটি প্রদেশে ও
প্রতিটি শহরে সেই দুই দিন এভাবে স্মরণ ও পালন করলে তবে 'পুরিম' সেই দুই দিন ইহুদীদের
মধ্য থেকে কখনও লুপ্ত হবে না, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও তার স্মৃতি লোপ পাবে না।

২৯ আবিহাইলের কন্যা এস্থার রানী ও ইহুদী মোরদেকাই পুরিম দিন বিষয়ে এই দ্বিতীয় পত্র
বহাল করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে লিখলেন। ৩০ আশেরো রাজার অধিকারে থাকা একশ'
সাতাশটা প্রদেশে সমস্ত ইহুদীর কাছে মোরদেকাই শান্তি ও বিশ্বস্ততার কথায় পূর্ণ এই পত্র পাঠিয়ে,
৩১ নির্ধারিত সময়ে 'পুরিম' সেই দুই দিন পালন করার বিষয় স্থির করলেন, ঠিক যেভাবে তাঁদের
নিজেদের উপবাস ও হাহাকার উপলক্ষে ইহুদী মোরদেকাই ও এস্থার রানী নিজেদের জন্য ও নিজ
নিজ বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলেন। ৩২ এস্থারের একটা আজ্ঞা পুরিম সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন
স্থির করল, আর তা একটা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল।

উপসংহার

১০আশেরো রাজা স্থলভূমির উপরে ও সমুদ্রের দ্বীপগুলোর উপরে কর ধার্য করলেন। ২ তাঁর

পরাক্রম ও বীর্যের সকল কথা, এবং রাজা মোরদেকাইকে যে মহত্ত্ব আরোপ করে উচ্চপদস্থ
করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ কি মেদিয়া ও পারস্যের রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? ৩ বস্তুত এই ইহুদী মোরদেকাই মর্যাদায় আশেরো রাজার পরে দ্বিতীয়ই ছিলেন; আবার,
তিনি ইহুদীদের মধ্যে গণ্যমান্য ও তাঁর হাজার হাজার ভাইদের মধ্যে প্রিয়পাত্র ছিলেন, কারণ
স্বজাতীয় লোকদের মঙ্গলের অন্বেষণ করছিলেন ও তাঁর সমস্ত বংশের কল্যাণের জন্য কথা
বলছিলেন।

৩ক *মোরদেকাই বললেন, 'এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই সাধিত কাজ।* ৩খ *বস্তুত, এই সমস্ত বিষয়ে
যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের কথা আমার স্মরণে আছে: সেই সমস্ত ঘটনার একটামাত্রও বাদ
পড়েনি:* ৩গ *তথা: সেই ক্ষুদ্র ঝরনা যা নদী হয়েছিল, সেই আলো যা উদিত হয়েছিল, সেই সূর্য, ও
সেই মহাজলরাশি। নদীটি স্বয়ং এস্থার, যাঁকে রাজা বিবাহ করে রানীপদে উন্নীত করলেন;* ৩ঘ *সেই
দু'টো নাগদানব হলাম আমি ও হামান;* ৩ঙ *দেশগুলি হল সেই সকল দেশ যা ইহুদীদের নাম
নিশ্চিহ্ন করতে একজোট হল;* ৩চ *একাকিনী যে দেশ, আমারই যে দেশ, তা হল ইস্রায়েল, অর্থাৎ
তারা, যারা ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে পরিত্রাণ পেল। হ্যাঁ, প্রভু তাঁর আপন জনগণের পরিত্রাণ
সাধন করলেন আর এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করলেন; ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা
অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।* ৩ছ *এইভাবে তিনি
দু'বার গুলিবাঁট করলেন: একবার ঈশ্বরের জনগণের উপরে গুলি পড়ল, আর একবার পড়ল
দেশগুলির উপর।* ৩জ *গুলি দু'টো ঈশ্বরের বিচার অনুসারে নিরূপিত ক্ষণে ও দিনে, এবং সকল
দেশের মাঝে সিদ্ধিলাভ করল।* ৩ঝ *এভাবে ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের কথা স্মরণ করলেন ও
তাঁর আপন উত্তরাধিকারের পক্ষে রায় দিলেন।* ৩ঞ *আদার মাসের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিন, এই
দিন দু'টো তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে যুগে যুগে চিরকাল ধরে ঈশ্বরের সামনে
সমাজ-সভা, আনন্দ ও সুখের দিন বলে উদ্‌যাপিত হবে।'*

৩ট *তলেমি ও ক্লেওপাত্রার চতুর্থ বর্ষে, দসিতেওস—যিনি নিজেকে যাজক ও লেবীয় বলে
পরিচয় দিতেন—ও তাঁর সন্তান তলেমি পুরিম সংক্রান্ত এই পত্র মিশরে নিয়ে গেলেন; তাঁদের
কথা অনুসারে, পত্রটা হল সেই প্রকৃত পত্র, যা তলেমির সন্তান লিসিমাখস দ্বারা অনূদিত
হয়েছিল: লিসিমাখস ছিলেন যেরুসালেমের একজন অধিবাসী।*